KABITABALEE

For the use

OF

SCHOOLS

BY

RADHA MADHUB MITTRE

Part III.

কবিতাবলী।

তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রীদীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশি[illegible]

কলিকাতা

সুচারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৯।—১৮৬২।

[মূল্য ।১০ সাড়ে চারিআনা মাত্র।]

বিজ্ঞাপন।

মদ্রচিত কবিতাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহোদয়গণ-দ্বারা সমাদৃত এবং সুকুমারমতি বালকপুঞ্জ-দ্বারা ব্যবহৃত হওয়াতে অসাধারণ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া কবিতাবলীর তৃতীয় ভাগ প্রচার করিতে সাহসী হইলাম। আমি যখন কবিতাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশ করি তখন এরূপ প্রত্যাশা করি নাই যে, আমাকে এতাদৃশ স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রচার করিতে হইবেক। কিন্তু সময়ক্রমে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আশাতীত উৎসাহ লাভ হওয়াতে তৃতীয় ভাগও অনুগ্রাহক উৎসাহ-প্রদায়ক মহানুভব-সমগ্রের সমীপে কৃতজ্ঞতা-সহকারে উপহার প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গদেশীয় প্রধান কবি ছিলেন এবং আমি তাঁহার নিকটে কবিতা-মালা রচনা করিবার সুপদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছি। বালকগণ তাঁহার গুণের বিষয় এবং সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবে এবং তাঁহার সুবিখ্যাত নাম এই সামান্য পুস্তকে বিরাজমান থাকিলে লোকসমাজে ইহার গৌরব উন্নতি হইবে এই প্রত্যাশায় কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে "তাঁহার গুণাবলী বর্ণন এবং স্মরণসূচক কবিতা" প্রকাশ করিলাম।

সুহৃদয় বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়দিগের নিকটে বিনীতভাবে আমার নিবেদন এই, তাঁহারা যেন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি পূর্ব্বমত প্রীতি প্রকাশ করিতে অন্যথা না করেন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বমত সফল বিবেচনা করিব।

আমি শ্রীযুত বাবু দীননাথ বিশ্বাস মহাশয়কে কবিতাবলীর তৃতীয় ভাগের স্বত্ব বিক্রয় করিলাম। অতএব ইহাতে নামের সম্বন্ধ ব্যতীত আমার আর অন্য কোন সম্বন্ধ রহিল না।

শ্রীরাধামাধব মিত্র
সাং জেজুর।

কলিকাতা
১২ অগ্রহায়ণ। ১২৬৯

কবিতাবলী।

তৃতীয় ভাগ।

পরমেশ্বরের নিকটে স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক প্রার্থনা।

সর্ব্বসার, সর্ব্বাধার, পতিতপাবন হে।
করুণার, পারাবার, জগৎজীবন হে॥
নিরঞ্জন, নিত্যধন, নিখিলকারণ হে।
নিরাকার, নিরাধার, অধমতারণ হে॥
অপরূপ, বিশ্বভূপ, বিশ্বের পালন হে।
অন্তর্যামী, ভবস্বামী, কলুষদলন হে॥
অনশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, মানসরঞ্জন হে।
ক্রমাগত, অবিরত, বিপদভঞ্জন হে॥
ভূতাতীত, সর্ব্বস্থিত, শমনদমন হে।
সর্ব্বময়, শিবময়, শিবের সদন হে॥
মৃত্যুঞ্জয়, নিরময়, মূঢ়তাহরণ হে।
জগতের, জীবদের, দুঃখ নিবারণ হে॥

দিবাকর, নিশাকর, তারা অগণন হে।
জলধর, রত্নাকর, ভূধর কানন হে॥
নদী নদ, রম্য হ্রদ, তরু লতাগণ হে।
হুতাশন, সমীরণ, প্রভৃতি জীবন হে॥
হয় হরি, আদি করি, শার্দ্দূল বারণ হে।
শাখামৃগ, মৃগী মৃগ, বিবিধ বরণ হে॥
নানামত, দ্বিজ কত, অতি সুশোভন হে।
মনোহর, শিখিবর, ভুলায় নয়ন হে॥
পিক সবে, করে রবে, সুধা বরিষণ হে।
মধুকরে, সুখে করে, মধুর নিস্বন হে॥
কুমুদিনী, সরোজিনী, মনের মতন হে।
মনোলোভা, চারু শোভা, করে প্রকটন হে॥
এইরূপ, অপরূপ, ভূতের ভবন হে।
দয়াময়, সমুদয়, তোমার সৃজন হে॥
তব সৃষ্টি, করি দৃষ্টি, অবাক্ বদন হে।
অনুভাবি, কত ভাবি, বিমোহিত মন হে॥
আমি অতি, মূঢ়মতি, অতি অভাজন হে।
চিরদিন, জ্ঞানহীন, অতি অকিঞ্চন হে॥
নরবেশে, ভবে এসে, মুগ্ধ অনুক্ষণ হে।
মদে মত্ত, তব তত্ত্ব, না করি কখন হে॥

সংসারার্থে, পরমার্থে, করি বিসর্জ্জন হে।
পায় পায়, কুচিন্তায়, হতেছি মগন হে ॥
দিন যত, হয় গত, নিকট শমন হে।
কৃপাকর, কৃপা কর, সুদীন তারণ হে ॥
পাপহর, পাপ হর, তাপবিনাশন হে।
ভবপতি, সর্ব্বগতি, ভয়বিমোচন হে ॥
কেবা আছে, কার কাছে, করিব গমন হে।
পাপী হই, তোমা বই, কে আছে আপন হে।
ভক্তি নাই, ভাবি তাই, ভক্তির ভাজন হে।
কৃপাতরী, পেলে তরি, জেনেছি এখন হে ॥
তবাশ্রয়, বিনা হয়, জীবের পতন হে।
কাল ভয়ে, ভীত হয়ে, লিলাম শরণ হে ॥

কবি কর্ত্তৃক মনুষ্যের কি উপকার হয়?

লোহিত বসন পরি, স্বদারার কর ধরি,
দিনমণি দিল দরশন।
ফুটিল নলিনী ফুল, ছুটিল ভ্রমর কুল,
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ॥
ধরণী ধরিল শোভা, অমরের মনোলোভা,
পূর্ব্বভাব স্বভাবে অভাব।

অনুভব হয় হেন, সর্ব্ব জীবে হোলো যেন,
জীবনের পুনঃ আবির্ভাব ॥
নানা জাতি দ্বিজ সব, করে নিজ নিজ রব,
শ্রবণে শ্রবণসুখ তায়।
নর নারী সমুদায়, যেন পেয়ে নব কায়,
যাহার যে কর্ম্মে আশু যায় ॥

কর ধরাধরি করি, যুবক দুজন।
এমন সময়ে করে, সমীর সেবন ॥
ধীরে ধীরে চলে তারা, মানস উল্লাসে।
পরস্পরে কথা কয়, মনে যাহা আসে ॥
পরস্পরে তর্ক করে, যখন যেমন।
পরস্পরে করে তারা, সংশয় ছেদন ॥
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে যুবা দ্বয়।
এক রম্য উপবনে, উপনীত হয় ॥
তথা এক জন নরে, করে বিলোকন।
বোসে আছে তরুমূলে, উন্মাদ যেমন ॥

প্রথম যুবক।

দেখ দেখ, দেখ সখে, কিবা অপরূপ।
কোথাও তো হেরি নাই, মানব এরূপ ॥

তমাল তরুর তলে, বসিয়া বিরলে।
কত রঙ্গ করিতেছে, বিবিধ কৌশলে॥
কখন হতেছে দেখ, সহাস্য বদন।
কখন হতেছে নেত্রে, ধারা বরিষণ॥
আপনা আপনি কভু, বকে অন্যমনে।
অবাক্ হতেছে কভু, হেরি তরুগণে॥
এক একবার আঁখি, করিয়া মুদিত।
আপনি আপন ভাবে, হতেছে মোহিত॥
ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে, বাহ্য জ্ঞানহীন।
মলিন বসন পরা, অতিশয় দীন॥
হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে, চারিদিগে চায়।
কি ভাবে এ ভাবে আছে, বুঝা নাহি যায়॥
এ প্রকার ব্যবহার, দেখা যায় যার।
নিশ্চয় পাগল সেই, সন্দেহ কি তার॥

দ্বিতীয় যুবক।

কি বল কি বল ভাই, শুনে বড় তাপ পাই,
কিছু মাত্র বিবেচনা, নাই তব ঘটে হে।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, পাগল বলিলে কারে,
এমন পাগল হলে, কত শুভ ঘটে হে॥

ইনিত পাগল নন, এক জন কবি হন,
ইহার সকল গুণ, আমি ভাল জানি হে।
ইহাহতে উপকার, পাইয়াছি অনিবার,
মানব হিতৈষী বলি, এঁকে সদা মানি হে॥

প্রথম।

যদি ইনি কোন মতে, পাগল না হন।
পাগলের মত তবে, কেন আচরণ?॥
পাগল ফলের ন্যায়, গাছেতে না ফলে।
পাগলের লক্ষণ, হেরিলে লোকে বলে॥

দ্বিতীয়।

আমার বচনে সখে, কর প্রণিধান।
কোনমতে ইঁহাকে, করো না হেয় জ্ঞান॥
সসাগরা ধরাতলে, কবি হন যাঁরা।
নিয়ত এরূপ ভাব, ধরেন তাঁহারা॥
অনুমানি বুঝি কোন, কবি মহা জনে।
দরশন কর নাই, জীবন ধারণে॥
তাই এ কবিকে তুমি, করিলে বিদ্রূপ।
পাগল বলিলে তাই, হেরি অপরূপ॥

যখন যেমন ভাব, মানসে উদয়।
বাহিরে সে ভাব ধরে, কবি গুণময়॥
তাই শরীরের ভাব, একরূপ নয়।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ হয় বিনিময়॥
যখন যে রস যাহা, মনেতে জন্মায়।
কবির বাহিক ভাবে, সব বুঝা যায়॥
যখন কবিরে হেরি, সজল নয়ন।
মানসে করুণারস, উদয় তখন॥
হাসি হাসি মুখ খানি, কবির যখন।
সে সময়ে হাস্যরসে, পূর্ণ তাঁর মন॥
অতএব কবিরে, হেরিবে যে সময়।
পরিহাস করা তাঁরে, উচিত না হয়॥
নানা অলঙ্কার দিয়া, কবি লেখে ছবি।
ভালরূপে কে বুঝিবে, না হইলে কবি॥
প্রাণ সখে, কবি নই, আমরা দুজনে।
কবির মনের ভাব, বুঝিব কেমনে?॥
ধন্য ধন্য কবিগণ, মহীতলে ধন্য।
অতি অল্প লোক ভাই, কবি বলি গণ্য॥
কবির মহিমা আমি, কত কব আর।
কবি যাঁরা তাঁরাই ত, মানবের সার॥

কবির চরণে মম অসঙ্খ্য প্রণতি।
যে করে কবির নিন্দা, সেই মূঢ়মতি॥

প্রথম।

বল মিত্র কিবা গুণ, ধরে কবিগণ?।
ধন্য বলি গণ্য তারা, কিসের কারণ?॥
তাহাদিগে বাড়াতেছ, কেন বার বার?।
তারা মানবের করে, কিবা উপকার?॥

দ্বিতীয়।

কি করিব কবিদের গুণের বাখান।
ধন্য তাঁরা, পান যাঁরা, কবি অভিধান॥
কবিসহ বহুদিন, হয়েছিল বাস।
কবিগুণ বর্ণিবারে, তাই অভিলাষ॥
কবি কৃত উপকার, জেনেছি বিশেষ।
কবি যথা পূজ্য নন, কই হেন দেশ॥
ভাষাভেদে জাতিভেদে, নাই প্রয়োজন।
একরূপ প্রায় সব কবির লক্ষণ॥
কবির রসনা করে, সুধা বরিষণ।
দৈবশক্তি দেবীর মন্দির তাঁর মন॥

ভাবসূত্রে গাঁথে কবি, কবিতার হার।
মনোসুখে মানবেরা, করে ব্যবহার ॥
সে হারের মূল্য নাহি, হয় নিরূপণ।
উপকারী কই আর, কবির মতন ॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন ॥

প্রাণাধিক সুত শোকে, পিতা মৃতপ্রায়।
অনশনে ধরাসনে, গড়াগড়ি যায় ॥
জননী কাতরা অতি, হায় হায় করে।
নয়ন নীরদ হতে, শত ধারা ঝরে ॥
সহোদর শোকেতে, কাতর সহোদর।
মনোদুঃখে ক্ষণে ক্ষণে, শিরে হানে কর ॥
সহোদরা কেঁদে কেঁদে, ফুলায় নয়ন।
করাঘাতে দুকপোল, লোহিত বরণ ॥
প্রিয়তম পতিশোকে, কাতরা কামিনী।
মণিহারা হয়ে যেন, ব্যাকুলা সাপিনী ॥
এরূপে স্বজন শোকে, অভিভূত যারা।
কবির কবিতা পাঠ, যদি শুনে তারা ॥

অমনি তাদের হয়, শোক সম্বরণ।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

অনুক্ষণ অনটন; জ্বলাতন করে।
দুঃখের আগুণ ধরে, মানসের ঘরে॥
শয্যাভাবে প্রতি দিন, ধরায় শয়ন।
পরিধান অভাবেতে, কৌপীন ধারণ॥
আবশ্যক অন্নাভাবে, কলেবর দড়ী।
তৈলাভাবে অবিরত, গায়ে উড়ে খড়ী॥
সাংসারিক ভাবনায়, শোণিত শুকায়।
দায়ের উপর দায়, ঘটে পায় পায়॥
নিরুপায় নিরাশ্রয়, বান্ধব বিহীন।
সকলে অবজ্ঞা করে, হেরে দীনহীন॥
এমন অবস্থাধীন, হলেও মানব।
কবিতা শ্রবণে করে, সুখ অনুভব॥
কবি করে সুধামাখা, বচন রচন।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥

কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

বিশ্বেশ্বর এই বিশ্ব, করেন সৃজন।
কিবা মনোহর আহা, অতি সুশোভন॥
বিশ্বমাঝে অনন্তের, অনন্ত ব্যাপার।
ভাবভরা ভব এই, বুঝে সাধ্য কার ?॥
তাঁহার করুণা বিনা, মহিমা তাঁহার।
কখন না পারে কেহ, করিতে প্রচার॥
অতএব কবি তাঁর, কৃপাপাত্র বটে।
তা না হলে দৈবশক্তি, কেন তার ঘটে॥
ভাবের ভাবুক হয়ে, কবি গুণাকর।
ভবেশের গুণগান, করে নিরন্তর॥
তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব, করি অন্বেষণ।
মানবে বুঝায় তায়, দিয়া অভরণ॥
মুখে মুখে তত্ত্বজ্ঞান, করে প্রকটন।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

নিরাকার, নিরাধার, হন পরমেশ।
আমরা কি জানি তাঁর, মহিমা বিশেষ॥
কোথা তিনি চর্ম্ম-চক্ষে, দেখিতে না পাই।
ভবঘূরে হয়ে মাত্র, ঘূরিয়া বেড়াই॥
আহা মরি কবি ধরে, কেমন নয়ন।
সতত স্বভাবে তাঁরে, করে দরশন॥
এমন করিয়া কবি, ছবি লেখে তাঁর।
বোধ হয় তিনি যেন, নিশ্চয় সাকার॥
ঈশ্বরে সাকার করে, রচনার গুণে।
ভক্তিপাশে বদ্ধ হয়ে, লোক সব শুনে॥
মূর্ত্তিমান ভগবানে, হেরে অবিরত।
নাস্তিক আস্তিক হয়, ভ্রম যত হত॥
তাঁর অর্চ্চনায় রত, সবাকার মন।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন।

কবি যদি না থাকিত, কি হোত না জানি।
ভবভাব ব্যক্ত না হইত অনুমানি॥

দিবাকর, নিশাকর, নিশা আর দিবা।
অগণন তারাগণ, অপৰূপ কিবা ॥
নদ নদী, জলনিধি, ভূধর, কানন।
আকাশ, অনিলানল, ধরণী, জীবন ॥
জলজ স্থলজ রম্য, নানাবর্ণ ফুল।
নানাজাতি পশু আর, বিহঙ্গমকুল ॥
এ সকল বিলোকন, করি অনিবার।
বর্ণন করিত কেবা, যে গুণ যাহার ॥
একের সহিত করি, অন্যের তুলনা।
কেবা উপদেশ দান, করিত বলনা ॥
কে করিত এইৰূপ, কল্যাণ সাধন ? ।
উপকারী কই আর, কবির মতন ॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন ॥

প্রজাপ্রতি ধরাপতি, করিলে অন্যায়।
প্রজাগণ প্রতিক্ষণ, কত ক্লেশ পায় ॥
রাজপ্রতিকূলে তবু, কিছুই না কয়।
কখন কি করে বলি, সদাই সভয় ॥

মনে মনে জগদীশে, অবিরত ডাকে।
রাজদণ্ডভয়ে সবে, চুপ করে থাকে॥
কবি তাহা কোনমতে, সহিতে না পারে।
অনাসে রাজার নিন্দা, করে বর্ণহারে॥
যে প্রকারে রাজদোষ, সপ্রমাণ করে।
রাজার কি সাধ্য তারে, দোষী বলে ধরে॥
রূপক রচিয়া ভূপে, দোষ দেয় যত।
অত্যাচার পরিহার, করে রাজা তত॥
প্রজার পীড়ন কবি, করে নিবারণ।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিরে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

গদ্য চেয়ে পদ্য পাঠে, সদা মন ধায়।
বিশেষত বালকের, তুষ্টি জন্মে তায়॥
কবিতার এ প্রকার, বচনবিন্যাস।
মনে থাকে আর হয়, অনাসে অভ্যাস॥
কবিতায় লেখে কবি, হিতউপদেশ।
নীতিসার লেখে আর, ভাবিয়া বিশেষ॥

মনের আনন্দে শিশু, পদ্য পাঠ করে।
এক এক বার যেন, শশী পায় করে॥
পদ্য পাঠ সহকারে, জন্মে নীতিবোধ।
চিরদিন সুখে কাটে, হইয়া সুবোধ॥
শিশুদিগে পদ্যমধু, দিয়া কবিগণ।
নীতিরূপ মহৌষধ, করায় সেবন॥
যৌবনে কুরীতিরোগ, থাকে না কখন।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

নানা অলঙ্কারে কবি, রূপক সাজায়।
শুনিয়া লোকের মন, মোহিত তাহায়॥
বর্ণনায় রিপুগণে, করিয়া সাকার।
সহজে জানায় সখা, যার যে ব্যাভার॥
কবিমুখে শুনে সবে, হয় সাবধান।
রিপুদমনের তরে, সদা যত্নবান্॥
অকস্মাৎ কোন রিপু, যদি করে বল।
কবিবাক্য মনে হলে, থাকে না প্রবল॥

মানবের মানসিক বৃত্তি যত আছে।
ভাল হোক্ মন্দ হোক্, ব্যক্ত কবি কাছে॥
কবি কয় সবার, বিশেষ বিবরণ।
শুনে হিতাহিত জ্ঞান, জন্মে ততক্ষণ॥
কবির প্রসাদে হয়, সফল জীবন।
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিরে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

সত্য কবি হলে হয়, উদার স্বভাব।
মানসে না থাকে তার, ভাবের অভাব॥
যে ফুলেতে মধু নাই, অনুমান হয়।
সে ফুলের মধু আনে, মৌমাছিনিচয়॥
সেইরূপ যে বিষয়ে, রস নাই বলি।
কবি তাতে রস পেয়ে, হয় কুতূহলী॥
কোথা হতে কি প্রকারে, কি ভাব জুটায়।
শুনে জ্ঞানলাভ আর, মন ভুলে যায়॥
অপরূপ রমণীয়, ভাবনীয় নয়।
কেমনে রচনা করে, এমন বিষয়॥

সাংসারিক চিন্তানলে, দগ্ধ নয় মন।
পরহিত অনুষ্ঠানে, যত্ন অনুক্ষণ।
মরিয়াও উপকার, করে কবিগণ॥
উপকারী কই আর, কবির মতন॥
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন॥

কবিকৃত উপকার, করিতে বর্ণন।
গুপ্ত কবিবরে মনে, হইল স্মরণ॥
বহু দিন গত হলো, হেরি নাই তাঁরে।
মনোদুঃখ মনে আছে, বলি আর কারে॥
পঁষট্টির মাঘ মাসে, দশম দিবসে।
শনিবারে পরলোকে, যান কালবশে॥
কবিতাকুসুম তাঁর, আজো আছে ফুটে।
সুখমধু আশে আজো, মনঅলি ছুটে॥
কে বলে হয়েছে সখা, তাঁহার নিধন।
কোন কালে নাম তাঁর, হবে না গোপন॥

শরদ্বর্ণন।

বরষা হইল শেষ, ধরিয়া মোহন বেশ,
দেখা দিল শরৎ সময়।
যত অনুচর তার, গোপন না রয় আর,
স্বতঃ সব হইল উদয়॥
পূর্ব্বভাব তিরোহিত, নব ভাবে বিভূষিত,
সুশোভিত সুচারু স্বভাব।
আহা মরি কিবা শোভা, অমরের মনোলোভা,
হেরিলে না রয় ভাবাভাব॥
করদ সহস্রকর, ধরিল প্রখর কর,
সহ্য করা অতি সুকঠিন।
ক্ষণেক লাগিলে গায়, ঘামে তনু ভেসে যায়,
নেত্রদ্বয় প্রায় দৃষ্টিহীন॥
ছাতায় বাঁচাতে মাথা, অনেকেই ধরে ছাতা,
তাতে তাত নহে নিবারণ।
লাগে কর ছাতা ফুড়ে, মাথা যেন উঠে পুড়ে,
বোধ হয় বহ্নি বরিষণ॥
কাদম্বিনী নীরাধারা, পরিহরে পূর্ব্বধারা,
ধূমাকারা নাহি রহে আর।

নভোদেশ ঘনভার, নিয়ত না বহে আর,
ধারা নাহি ঝরে অনিবার ॥
হায় কি অদ্ভুত সৃষ্টি, এই বৃষ্টি করি দৃষ্টি,
পুনর্ব্বার এই আর নাই।
এই রবি খরতর, করে করে জর জর,
পুনঃ আর দেখিতে না পাই ॥
ক্ষণে দেয় দরশন, ক্ষণে হয় অদর্শন,
মেঘমালা আকাশমণ্ডলে।
এক ভাবে নাহি রয়, ক্ষণে ক্ষণে বিনিময়,
চঞ্চলা হইয়া বেগে চলে ॥
কখন বা আচম্বিত, মেঘে মেঘে ঘরষিত,
প্রলয়ের প্রায় যেন হয়।
সার মাত্র আড়ম্বর, সব ফাঁক ক্ষণ পর,
ফলে তায় বিন্দুপাত নয় ॥
দারুণ অরুণ কর, এ দিকেতে খরতর,
ও দিকেতে বৃষ্টি বরিষণ।
এক কালে রৌদ্র বৃষ্টি, নয়নে করিয়া দৃষ্টি,
আশ্চর্য্য না মানে কার মন ?॥
দিনমণি নানা রঙ্গে, নিজ জায়া ছায়াসঙ্গে,
কৌতুক করিছে প্রতিক্ষণ।

ঘনমালা করে খেলা, এক ঠাঁই হলে মেলা,
বিন্দুপাত অমনি তখন ॥
স্বরূপিণী ক্ষণপ্রভা, সহসা প্রকাশে প্রভা,
বারিদের কোলে শোভা পায়।
কিবা অপরূপ রূপা, নাহি তার অনুরূপা,
না দেখিতে অমনি লুকায় ॥
কখন গগনোপরে, মেঘধনু শোভা করে,
কত তায় বর্ণ সুবিচিত্র।
যত্ন করি নানা রূপ, সে বর্ণের অনুরূপ,
কেবা পারে করিবারে চিত্র ? ॥
সিন্ধু জলাশয় হ্রদ, খাল ডোবা নদী নদ,
জলপূর্ণ কানায় কানায়।
যথায় তথায় যাই, জলের অভাব নাই,
কোলাহল খানায় খানায় ॥
গিরিনির্ঝরের জল, করিতেছে কলকল,
প্রবাহিত সাগরাভিমুখে।
রণবেশে বেগে ধায়, ভাসাইয়া লয়ে যায়,
একেবারে যাহা পায় মুখে ॥
কাননেতে তরু কত, ফল ভারে অবনত,
কাঁচা পাকা ফল তাতে শোভে।

বায়সাদি দ্বিজ সব, ধরি নিজ নিজ রব,
পাখা ঝেড়ে উড়ে যায় লোভে ॥
বিকশিত নানা ফুল, বসি তায় অলিকুল,
পুষ্পাসব সুখে করে পান।
চারিদিক্ আমোদিত, গন্ধে সবে বিমোহিত,
গুন্ গুন্ স্বরে ধরে গান।
কখন বা সদাগতি, করে মন্দ মন্দ গতি,
সুস্থ তায় জীবের জীবন।
কভু করে শ্বাস রোধ, তাতে করি গ্রীষ্ম বোধ,
ছট্ ফট্ করে জীবগণ ॥
নব মীন মহোল্লাসে, ঝাঁকে ঝাঁকে জলে ভাসে,
ইতস্ততঃ ক্রীড়া করে কত।
সভয় সতর্ক অতি, নানা ভাবে করে গতি,
চঞ্চল স্বভাব অবিরত ॥
মরাল মরালীচয়, দলে দলে জলে রয়,
সন্তরণ দেয় সরোবরে।
দ্বিজগণ তরূপরে, গান করে মধুস্বরে,
কর্ণে যেন সুধা দান করে ॥
শুনিয়া মেঘের রব, ময়ূর ময়ূরী সব,
পুচ্ছ তুলি নাচিয়া বেড়ায়।

জলেস্থলে ভেক থাকে, কড়্ কড়্ রবে ডাকে,
কখন বা বিবরে লুকায়॥
আহা ক্ষেত্র সমুদয়, শস্যগাছে পূর্ণ হয়,
শরদের আগমন হোলে।
সমীরের সঞ্চালনে, দোলে সব হাস্যাননে,
পরস্পরোপরে পড়ে ঢোলে॥
হেরিলে মাঠের কান্তি, মনস্তাপ সব শান্তি,
আনন্দের সীমা নাহি থাকে।
শস্যগাছ সুশোভিত, কোলে কোলে বিরাজিত,
প্রান্তরেতে থাকে থাকেথাকে॥
অপরূপ ধান্যগাছে, অসামান্য শোভা আছে,
হেরিয়া চাসার বুক বাড়ে।
ধান্যগাছ বাড়ে যত, আশার উন্নতি তত,
শ্রম তবু করিতে না ছাড়ে॥
নব নব দলোদ্ভব, সবুজ বরণ সব,
জেঙাল মাখানো যেন তায়।
অনুভব হয় হেন, সবুজ সলিলে যেন,
বায়ুভরে লহরী খেলায়॥
ক্রমে সব গর্ব্ভবতী, উদর ডাগর অতি,
জন্মে প্রাণ ধারণের ধন।

করি জয় জয় নাদ, কৃষকেরা দেয় সাধ,
সাধ পূর্ণ হয় তত্ক্ষণ ॥
প্রভাতে যখন রবি, প্রকাশে আরক্ত ছবি,
পরি চারু কিরণবসন।
নলিনী ঘোমটা খুলে, বসিয়া বদন তুলে,
দিনকরে করে বিলোকন ॥
যে সময় অস্তাচলে, চারু বিভাকর চলে,
নানাবর্ণ মেঘের উদয়।
কিবা শোভা চমৎকার, বর্ণিবারে সাধ্য কার,
বর্ণহার মানে পরাজয় ॥
তারাপথে তারানাথ, তারকাআবলী সাথ,
কিবা শোভে এলে তারকিনী।
অতি মনোহর করে, ধরা সুশীতল করে,
সরোবরে ফুটে কুমুদিনী ॥
সুধাকরে ক্ষরে সুধা, চকোর নিবারে ক্ষুধা,
পুলকে পূরিত সর্ব্বজন।
শরদের বিভাবরী, আহা কিবা সুখকরী,
চন্দ্র সহ মিলন যখন ॥
ভুবন মোহন বেশে, শরদিন্দু হেসে হেসে,
রমণীয়া করে বনিতায়।

হেরিয়া সে চারু ছবি, অনুমানে যত কবি,
শরদ পারদ মাখে গায়॥

বঙ্গদেশের সৌভাগ্য।

ওগো বঙ্গদেশ তুমি, আমাদের জন্মভূমি,
আমাদিগে হৃদয়ে ধরেছ।
আমাদিগে সুত জ্ঞানে, নানাবিধ শস্য দানে,
চিরদিন পালন করেছ॥
আমরা তোমার বই, মাগো আর কারো নই,
বাঙালি নামেতে খ্যাত হই।
নিদ্রায় কি জাগরণে, সদা তুমি জাগ মনে,
যে সময়ে যে দেশেতে রই॥
তোমার মঙ্গল হোলে, আহ্লাদেতে যাই গোলে,
তব অমঙ্গলে কেঁদে মরি।
তব শিব করে যেবা, সদা তার পদ সেবা,
করিবারে অভিলাষ করি॥
হেরিয়ে সৌভাগ্য তব, আসে কত ভাব নব,
মনে মনে কত হর্ষোদয়।
তোমার কোলেতে বসি, করে যেন পাই শশী,
অসুখেও সুখ বোধ হয়॥

বিদ্যার উন্নতি যত, তাহা আর কব কত,
স্থানে স্থানে হেরি বিদ্যালয়।
বালকেরা অবিরত, বিদ্যালোচনায় রত,
কোনমতে শ্রান্ত কভু নয়॥
গ্রন্থাবলী লয়ে কাঁকে, বিদ্যা আশে ঝাঁকে ঝাঁকে,
সবে ধায় বিদ্যাভ্যাস তরে।
শিক্ষকেরা করি শ্রম, নাশে বালকের ভ্রম,
শিক্ষার কৌশলে মন হরে॥
শিশুগণ পেয়ে জ্ঞান, তোমার বাড়ায় মান,
সামান্য সৌভাগ্য নয় এই।
বিদ্যা চর্চ্চা পায় পায়, হেন স্থান নাই প্রায়,
যথা কোন বিদ্যালয় নেই॥
যারা দরিদ্রের শেষ, গ্রামবাসী হীনবেশ,
তৃণের কুটীরে করে বাস।
তারা করি উপবাস, পুত্রগণে বিদ্যাভ্যাস,
করাইতে করে অভিলাষ॥
বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে, কেহ বা উপাধি বি,এ,
লাভ করিতেছে অনায়াসে।
কোন কোন গুণধাম, গ্রন্থ পড়ে অবিরাম,
বি,এর উপর এ, মে, আশে॥

মুখে যায় ঝড় বোয়ে, বিজাতীয় ভাষা কোয়ে
বাঙালী বক্তৃতা করে কত।
শুনিয়া বিদেশি নরে, চমৎকার বোধ করে,
লাজেতে অচিরে মাথা নত॥
ইংরাজী চিকিৎসাসার, শিক্ষা করি ডাক্তার,
অনায়াসে বাঙালিরা হয়।
কখন এমন ঘটে, ইংরাজ ডাক্তার হটে,
বাঙ্গালিতে লাভ করে জয়॥
শশির কলার ন্যায়, বঙ্গভাষা বৃদ্ধি পায়,
দিন দিন শোভা বাড়ে তার।
কতই নবীন কবি, হেরি স্বভাবের ছবি,
ভাবসূত্রে গাঁথে বর্ণহার॥
নূতন পুস্তক যত, প্রচারিত অবিরত,
পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি তায়।
কুলনারী শত শত, গ্রন্থ পড়ি কত মত,
জ্ঞান লাভ করিবারে চায়॥
হইলেও বুদ্ধিমান, বর্ণ শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান,
অনেকের নাহি ছিল আগে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণ, বর্ণ শুদ্ধি অনুক্ষণ,
এখন শিখিছে অনুরাগে॥

বিদ্যা প্রতি সমাদর, রাজা করে নিরন্তর,
বিদ্যায় উৎসাহ করে দান।
যদিও উদ্দেশ্য অন্য, তথাপি বিদ্যার জন্য,
পাদরির যতন সমান॥
বর্গিদের অত্যাচার, সহিতে না হয় আর,
সুখে ভোগ হয় নিজ ধন।
কতগুলি নাগা জুটে, গ্রাম আর নাহি লুটে,
ঘরে না লাগায় হুতাশন॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য ছেলে, জলেতে না দেয় ফেলে,
আর গঙ্গাসাগরেতে গিয়া।
নিজ পতি মোলে পরে, নারী আর নাহি মরে,
জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া।
যাহার যেমন ধন, ইষ্টকের নিকেতন,
সেইরূপ করিতে সে পারে।
নানারূপ ব্যবসায়, বহু ধন যার আয়,
নৃপতি না কষ্ট দেয় তারে॥
কিবা মনোহর কলে, বাষ্পরথ স্থলে চলে,
নিমিষেতে কত দূর যায়।
ইষ্টেসন সন্নিধান, যাহাদের বাস স্থান,
তারা সুখপারাবারে নায়॥

অবগত সর্ব্ব নর, কত দূর শুভকর,
বাণিজ্যের পক্ষে এ ব্যাপার।
এই দেখা যায় গাড়ী, যাইতেছে তাড়াতাড়ি,
এই দেখি, এই নাই আর ॥
আরোহিয়া বাষ্পযানে, এই আছি বর্দ্ধমানে,
এই নামি এসে হাবড়ায়।
আহামরি! বঙ্গভূমি, কখন কি ছিলে তুমি,
বিভূষিতা এমন ভূষায়? ॥
এ কেমন চমৎকার, তারে আসে সমাচার,
এমন ত কভু দেখি নাই।
দূরাদূর নাইআর, আশাতীত উপকার,
তারের নিকটে সবে পাই ॥
দামিনী হারিয়া যায়, পায় পায় লাজ পায়,
এত ত্বরা বার্ত্তা তায় আসে।
অনুভব হয় হেন, বাক্য ব্যয় করি যেন,
বন্ধুসহ বসি বন্ধুপাশে ॥
সকলের শিবকর, স্থানে স্থানে ডাক্‌ঘর,
লিপি তায় সর্ব্ব ঠাঁই যায়।
যেখানে সেখানে যাই, দূরের সন্দেশ পাই,
ব্যয়াধিক বড় নাই তায় ॥

ছাপাযন্ত্রে অপরূপ, তাতে গ্রন্থ কতরূপ,
ছাপা হয় হাজার হাজার।
শ্রমের লাঘব যত, হইতেছে ক্রমাগত,
এবিষয় অবিদিত কার?॥
কতই সংবাদপত্র, যাইতেছে যত্র তত্র,
পাঠে লাভ কত উপকার।
সভা নানা বিষয়িনী, সর্ব্ব শুভ প্রদায়িনী,
স্থানে স্থানে কবে ছিল আর?॥

অবনিমণ্ডলে কোন বিষয় চিরস্থায়ী নয় এবং
চিরদিন সমান যায় না।

মহীপাল! মহীতলে, তুমি বলবান্।
সকলে তোমায় বলে, নরের প্রধান॥
প্রজা যত অবিরত, তব অনুগত।
ক্রমাগত তোমার সেবায় সবে রত॥
সকলে তোমার করে, ধন আর প্রাণ।
সমর্পণ করি করে, সদা কর দান॥

তাই তুমি মনেমনে, কর অহঙ্কার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

রাজমন্ত্রি! পেয়ে তুমি রাজমন্ত্রি-পদ।
মনে করিতেছে যেন, বেড়েছে সম্পদ॥
অভয় শরীর সদা, কারে নাই ডর।
যাহা বলো তাহাই তো, করে নরবর॥
আপন কল্যাণ আগে, করি অন্বেষণ।
পশ্চাতে রাজার কর, মঙ্গল সাধন॥
যত পার কোরে লও, শুভ আপনার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

রাজনীতি-বিশারদ, রাজপ্রতিনিধি।
মরি মরি অশেষ গুণের গুণনিধি॥
বলে বিধিবদ্ধ কর, আমরি কি বিধি।
উথলিছে প্রজাদের, দুঃখ জলনিধি॥
করিতে একের হিত, বধ বহু নরে।
অখ্যাতির ভাগী হও, চিরকাল তরে॥
পেয়ে দিন, দীন প্রতি, এত অবিচার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

বসিয়া বিচারাসনে, বিচারের পতি।
বিচার করিছ তুমি, সাবধানে অতি॥
পক্ষপাতশূন্য হও, সকল সময়।
দেখো যেন অবিচার, কখন না হয়॥
এখানে করিবে তুমি, বিচার যেমন।
ঈশ্বরের কাছে পাবে, বিচার তেমন॥
অন্যায় করিলে পরে, ফল পাবে তার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

সেনাপতি, করি তুমি, বীরত্ব প্রকাশ।
রণজয়ী হইতেছ, অরি করি নাশ॥
বাহুবলে লইতেছ, অপরের দেশ।
তব যশে পরিপূর্ণ, স্বদেশ বিদেশ॥
চারিদিকে শুনিতেছ, জয় জয় রব।
সেনা সব করিতেছে, আনন্দউৎসব॥
সুখের সাগরে তুমি, দিতেছ সাঁতার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

বলবান্, বল তুমি পেয়ে ধরাতলে।
অবলে পীড়ন কর, আপনার বলে॥

বলদ্বারা যদি কর, পর উপকার।
তবে তো সফল্ল বল, সন্দেহ কি তার ? ॥
কিন্তু ইকি বিপরীত, যার আছে বল।
কেবল অনিষ্ট করে, পেলে হীনবল ॥
তাই বলি বলি হে, করো না অত্যাচার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার ॥

ক্ষীণ তুমি, সবলের সম কভু নও।
সবলের অত্যাচার, অহরহ সও ॥
নিজ ধনে বঞ্চিত, যখন তুমি হও।
দৌরাত্ম্যের ভয়ে তুমি, কিছুই না কও ॥
নিজ কর্ম্মফল ত্বরা, পাবে পাপকারী।
দর্প তার চূর্ণ করিবেন, দর্পহারী ॥
অতএব সোয়ে থাক, ভয় কিবা আর।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার ॥

পাইয়া প্রচুর ধন, তুমি ধনবান।
আপনাকে আপনি, করিছ বড় জ্ঞান ॥
যখন তখন তুমি, ফুলাইয়া ছাতি।
গাড়ী চড়ে যাও যেন, নবাবের নাতি ॥

অনায়াসে দরিদ্রের, কর অপমান।
ক্ষীর ছানা খেয়ে হও, হাতির সমান ? ॥
বিফল কেবল সব, বিভব ধরার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার ॥

ধনের অভাবে তুমি, কেন দীনহীন।
সংসার চলে না বলি, ভেবে হও ক্ষীণ ? ॥
অশন বসনাভাবে, মনে নাহি সুখ।
আত্মীয় কুটম্ব যত, তোমায় বিমুখ ॥
কোন স্থানে কখন, না পাও সমাদর।
পাছে কিছু চাও তাই, আত্ম হয় পর ॥
বিফল ভাবনা সব, কর পরিহার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার ॥

অপব্যয়ি ! সদা তুমি, কর অপব্যয়।
যত্র আয় তত্র ব্যয়, সঞ্চয় না রয় ॥
পরিণামদর্শিতায়, দিয়া বিসর্জ্জন।
অনর্থক অর্থব্যয়, যখন তখন ॥
যেখানেতে ব্যয় করা, বিহিত বিধান।
সেখানেতে কানা কড়ী, না কর প্রদান ॥

পরে কি হইবে তাহা, ভাব এক বার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

কৃপণ! করিছ তুমি, অর্থের সঞ্চয়।
শুনিলে ব্যয়ের কথা, হৃদকম্প হয়॥
একেবারে হও তুমি, পাষাণ অন্তর।
শুনিলে পরের দুঃখ, না হও কাতর॥
পরিবার হাহাকার, করিছে সদাই।
নিজ ক্লেশে পর ক্লেশে, ক্লেশ বোধ নাই॥
কার তরে খেটে মর, ভূতের বেগার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

বাড়ী নাই বোলে তুমি, সুখ নাহি পাও।
যেখানে সেখানে মাত্র, ঘূরিয়া বেড়াও॥
বাড়ী কিনিবার তরে, কর তাড়াতাড়ি।
এ বাড়ী পেলে কি তুমি, যাবে না সে বাড়ী?॥
সে বাড়ীই বাড়ী হয়, এ বাড়ী তো বাসা।
বাসাবাড়ী জন্য কেন, বাড়াবাড়ী আশা॥
নাই নাই, বাড়ী নাই, ভাবনা কি তার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

সুস্থ কলেবর তব, কোন রোগ নাই।
আহার বিহারে কাল, হরিতেছে তাই॥
স্বাস্থ্য রক্ষা করিবারে, না কর যতন।
করিতেছ শারীরিক, নিয়ম লঙ্ঘন॥
ভ্রমে ভাব এই ভাবে, চিরদিন যাবে।
রোগের যাতনা আর, কখন না পাবে॥
এখনি ঘটিতে পারে, শরীরে বিকার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

রোগি! তুমি ভুগিতেছ, শারীরিক রোগ।
যাতনায় যেন হয়, পরাণ বিয়োগ॥
সংসারেতে কিছু আর, ভাল নাহি লাগে।
রোগের বিষয় মাত্র, তব মনে জাগে॥
অন্তরেতে নাই আর, কোন অনুরাগ।
প্রতিক্ষণে কথায় কথায় কর রাগ।
চিরদিন সম ভাবে, কোথা যায় কার?॥
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার।

প্রাণের তনয় তব, হোয়েছে নিধন।
সে তোমার ছিল বটে, নির্দ্ধনের ধন॥

রূপবান্ গুণবান্, অতি বিচক্ষণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা, করিত পালন॥
যে পথে গমন, তব প্রিয় সুত করে।
সে পথে যাইবে তুমি, দিন দুই পরে॥
কি ছার মিছার এই মায়ার সংসার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

শোকে অভিভূত তুমি, হও কি কারণ।
যে যাবার সেই যায়, কে করে বারণ॥
যাহাদের বল আত্ম, আত্ম কই তারা।
মিছা মিছি ভেবে কেন, নিজে হও সারা॥
আপন মরণ মনে, করিলে স্মরণ।
অমনি সকল শোক, হবে নিবারণ॥
তুমি কার, কে তোমার, ভাব একবার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

হায় হায় ঋণদায়, কারাবাস তব।
তুমি জান যত দুঃখ, আমি কত কব॥
যেমন পিঞ্জরে বদ্ধ, থাকে পক্ষিগণ।
কারাগারে বদ্ধ তুমি, রোয়েছ তেমন॥

দারাসুত পরিবার, করি পরিহার।
অপমানে ধরিয়াছ, যেন শবাকার॥
হাস্যহীন আস্য আহা! ভাব কেন আর।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

দুগ্ধপোষ্য শিশু তুমি, নিরুপায় বটে।
তবু তব মনে কোন অসুখ না ঘটে॥
জননীর যতনে, না পাও কোন ক্লেশ।
এক তিল নাই কোন ভাবনার লেশ॥
হাসি হাসি মুখ খানি, সুখে নিদ্রা যাও।
এসেছ দুঃখের হাটে, টের নাহি পাও॥
বর্ষ বৃদ্ধি সহ হবে, হর্ষের সংহার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

খেলা পরিহার শিশু, কর অনুক্ষণ।
বিদ্যা প্রতি এই বেলা, দেহ তব মন॥
মূর্খ হলে কোন ঠাঁই, পাবে না আদর।
সকলের ঘৃণাস্পদ, হবে নিরন্তর॥
পরে কি হইবে তাহা, ভাবনা এখন।
এই ভাবে চিরকাল, হবে কি যাপন?॥

কত দিন পাবে আর, পিতৃ-সহকার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

যুবক যৌবন কাল, এসেছে তোমার।
জেনেছ এখন তুমি, কেমন সংসার॥
ইন্দ্রিয় সবল সব, রিপুর উন্নতি।
মানসে নবীন ভাব, কোরেছে বসতি॥
কদাকার ব্যবহারে, হরিছ সময়।
ইচ্ছা বড় নাই লিতে, ধর্ম্মের আশ্রয়॥
মরণে ভুলিয়া কর, অনিষ্ট অপার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

সংসারি! লইয়া তুমি, তব পরিবারে।
নিয়তই ব্যস্ত আছ, সংসার ব্যাপারে॥
তনয়ের পরিণয়, দিতেছ কখন।
নববধূমুখ হেরি, সফল জীবন॥
কখন আহ্লাদ কর, লোয়ে ঝি জামাই।
মায়াতে সংসার সার, ভেবেছ সদাই॥
এই বেলা ভাব ভাই, ভবমূলাধার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার॥

প্রবীণ হয়েছ তুমি, পড়ে সব দাঁত।
তনু ক্ষীণ, মাংস লোল, খালি তব আঁত ॥
রজত বরণ ধরে, সমুদয় কেশ।
ক্রমশঃ হোতেছে তব, কদাকার বেশ ॥
উঠিতে বসিতে তব, হয় কত ক্লেশ।
তথাপি ভাব না তুমি, কি হইবে শেষ ॥
ভবধবে ভাব যদি, ভবে হবে পার।
এ দিন তো চিরদিন, রবে না তোমার ॥

হে ঈশ্বর! তোমার সৃজিত স্বভাব
সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক।

স্বভাব করিয়া সৃষ্টি. করিয়াছ কৃপা বৃষ্টি,
ভাবভরা সুচারু স্বভাব।
স্বভাবেতে যত ভাব, কে করিবে অনুভাব,
স্বভাবে কি আছে জ্ঞানাভাব ? ॥
স্বভাব শিক্ষক যার, কি জ্ঞান অভাব তার,
স্বভাব শিখায় সমুদয়।

তব অভিপ্রায় যাহা, স্বভাবে স্বরূপ তাহা,
প্রকাশ করেছ দয়াময় ॥
হয়ে তব আজ্ঞাধীন, দিনমণি প্রতিদিন,
উঠিতেছে নিয়মিত কালে।
অমনি তাহার সহ, প্রকাশিত হয় অহ,
তপন বিনাশে তমোজালে ॥
দীপ্তিময় চারু বেশে, বিভাকর নভোদেশে
সারাদিন করিয়া ভ্রমণ।
নিরূপিত কালে পরে, যায় অস্তধরাধরে,
অনিয়ম না হয় কখন ॥
তিমিরনাশক হরি, সুনিয়মে কর্ম্ম করি,
উপদেশ দেয় এ প্রকার।
কেহ যেন ধরাতলে, অনিয়মে নাহি চলে,
লয়ে কোনরূপ কর্ম্মভার ॥
যে কর্ম্ম করিতে হবে, তাহা যেন করে সবে,
কোনমতে অন্যথা না করি।
বজায় রাখিয়া ধর্ম্ম, করিবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
নিয়ত প্রভুর আজ্ঞা ধরি ॥
সুধাকর সুধাময়, এক ভাবে নাহি রয়,
ক্রমে রূপ ধরে কত মত।

ক্রমে কলা হ্রাস তায়, ক্রমে কলা বৃদ্ধি পায়,
এইরূপ ঘটে ক্রমাগত ॥
প্রতিমাসে একবার, পূর্ণ ষোলকলা তার,
পূর্ণশশী কত শোভাধার।
আবার এমন হয়, কোনমতে দৃশ্য নয়,
এ বিষয় অবিদিত কার ? ॥
লোকে শশী দরশনে, এই জ্ঞান পায় মনে,
চিরদিন সমান না যায়।
কভু ক্রমে বাড়ে দুঃখ, কভু ক্রমে বাড়ে সুখ,
সুখ দুঃখ সকলেই পায় ॥
কভু হয় পদোন্নতি, কভু পদ ন্যূন অতি,
সংসারের এইতো বিধান।
তাই জ্ঞানবান্ যাঁরা, নিয়ত করেন তাঁরা,
সম্পদ বিপদে সম জ্ঞান ॥
শূন্য হতে মেঘগণ, বারি করি বরিষণ,
করে জগতের উপকার।
শুষ্ক ভূমি আর্দ্র করে, শুষ্ক বাপী জলে ভরে,
কৃষকের আশার সুসার ॥
ঘন করি জল দান, ধনিগণে দেয় জ্ঞান,
যেন তারা দান করি ধন।

নিজ নিজ সাধ্যমত, করে সবে ক্রমাগত,
দীনদের দীনতা হরণ ॥
বেগবতী নদীচয়, সিন্ধুর আশ্রয় লয়,
প্রবাহিত সাগরাভিমুখে।
কোন বাধা নাহি মানে, সমূলে সকল টানে,
ছুড়ে ফেলে যা পায় সম্মুখে॥
এইরূপে নদীগণে, শিখায় মানবমনে,
হে নাথ! লইতে তবাশ্রয়।
বলে প্রকাশিয়া ভক্তি, পেয়ে তত্ত্বজ্ঞান শক্তি,
সকলে করুক্ মায়া ক্ষয় ॥
কুপ্রবৃত্তি, রিপুচয়, একেবারে করি জয়,
না শুনিয়া তাদের বারণ।
এক ধ্যানে একমনে, আশুগতি সর্ব্বজনে,
তব পদে লউক শরণ ॥
মেঘ সমূহের সঙ্গে, সৌদামিনী নানা রঙ্গে,
খেলা করে আকাশমণ্ডলে।
এই আছে, এই নাই, ক্ষণপ্রভা নাম তাই,
রাখিয়াছে মানবসকলে ॥
অতএব ক্ষণপ্রভা, প্রকাশি ক্ষণিক প্রভা,
দিয়া থাকে এই উপদেশ।

মহীতলে জীবচয়, কোনমতে স্থায়ী নয়,
ক্ষণ মধ্যে হয় আয়ু শেষ ॥
দেখিতে দেখিতে হায়, যায় সবে কে কোথায়,
অল্প কাল বাস এ ধরায়।
এই জন্মে এই মরে, এইরূপে যত নরে,
পরে পরে আসে আর যায় ॥
ফলভারে তরু যত, ক্রমাগত অবনত,
শিক্ষা দেয় হইতে বিনত।
গুরুজন সন্নিকটে, সকলেই অকপটে,
যেন হয় নিয়ত প্রণত ॥
পাদপনিকর করে, কত জ্ঞান দান।
বুঝা যায় অনায়াসে, করিলে প্রণিধান ॥
আপনারা কষ্ট পেয়ে, রবির কিরণে।
ছায়া দিয়া জুড়ায়, তাপিত পান্থগণে ॥
কষ্ট পেয়ে করিতে, পরের উপকার।
এই শিক্ষা তরুচয়, দেয় বার বার ॥
বিকশিত সুশোভিত, কুসুমনিচয়।
দেখিতে দেখিতে সব, ক্রমে শুষ্ক হয় ॥
শুকাইয়া গেলে আর, নাহি থাকে শোভা।
তখন না হয় আর, কারো মনোলোভা ॥

তাদের না থাকে আর, সুখদ সৌরভ।
একেবারে ঘুচে যায়, সকল গৌরব ॥
ফুলগণ শিক্ষা দেয়, সকল মানবে।
চিরদিন কেহ আর, এ ভাবে না রবে ॥
কালবশে যে সময়, হবে সবে শব।
কোথা রবে তখন, দেহের শোভা সব ॥
ধন মান কুল শীল, না রহিবে আর।
অতএব অনুচিত, করা অহঙ্কার ॥
বড় বড় তরুচয়, বড় ঝড় পায়।
প্রচণ্ড পবনাঘাতে, কভু ভেঙে যায় ॥
এতে এই জ্ঞানশিক্ষা, হয় সবাকার।
বড় ধনী হলে বাড়ে, ভাবনা তাহার ॥
ক্রমাগত বাড়ে যত, তাহার বিষয়।
ততই ভাবনা করি, কাল করে ক্ষয় ॥
সমীরহিল্লোলে দোলে, তরুশাখাচয়।
বার বার উঠে নামে, কভু স্থির নয় ॥
এতে এই শিক্ষা লাভ, হয় অনায়াসে।
সকলেই বদ্ধ হয়ে, আছে আশাপাশে ॥
আশাতেই এই সুখ, পাইতেছে নর।
আশা ভঙ্গে পুনর্ব্বার, সে সুখ অন্তর ॥

আশা একবার লোকে, করিছে উন্নত।
আবার তাহাকে আশা, করিছে বিনত ॥
সর্ব্বসহা পৃথিবীর, ধৈর্য্য অতিশয়।
মাটি হয়ে দিবসযামিনী সব সয় ॥
ধরার হৃদয়ে লোক, করি আরোহণ।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে, যখন তখন ॥
বসুন্ধরা দেখাইয়া, ধৈর্য্য আপনার।
শিখায় ধরিতে ধৈর্য্য, সন্দেহ কি তার ? ॥
ফলতরু নিজ ফল, করিয়া প্রদান।
অবিরাম দিয়া থাকে, এই জ্ঞান দান ॥
প্রতি-উপকার আশা, করি পরিহার।
সদাই সাধন করে, পর-উপকার ॥
শত্রু মিত্র ভেদাভেদ, কিছুই না করে।
পরের ভোগের তরে, যত ফল ধরে ॥
সমূলে তরুকে যারা, করিছে ছেদন।
তাদিগেও ফল দেয়, করিয়া যতন ॥
আহা কিবা অপরূপা, লতা লজ্জাবতী।
শিখায় মহিলাগণে, হোতে লজ্জাবতী ॥
পিপীলিকা শিক্ষা দেয়, করিতে সঞ্চয়।
ভবিষ্যতে কিছু যেন, অভাব না হয় ॥

সদাই করিতে বলে, পরিমিত ব্যয়।
অপব্যয়ে কিছু যেন, নাহি পায় ক্ষয়॥
অতি সঞ্চয়েতে দোষ, তাহার প্রমাণ।
মধুমক্ষিবার কাছে, জ্ঞানিগণ পান॥
মৌমাছিরা নানা ফুলে, করিয়া ভ্রমণ।
কত কষ্টে করে তারা, মধু আহরণ॥
তাদের সঞ্চিত মধু, ভোগে নাহি আসে।
স্বধনে বঞ্চিত তারা, হয় অনায়াসে॥
কৃপণ অধিক ধন, করিয়া সঞ্চিত।
অবশেষে হয় হায়, স্বধনে বঞ্চিত॥
যেরূপ প্রণয়ে রবে, পত্নী আর পতি।
সে প্রণয় শিখাতেছে, কপোতদম্পতী॥
কি রূপে করিতে হয়, তনয় পালন।
কি রূপে করিতে হয়, স্নেহ প্রদর্শন॥
দেখায় আদর্শ তার, পশু পক্ষিকুল।
তাদের অপত্যস্নেহ, অতীব অতুল॥
যত দিন শিশু সব, না হয় স্বাধীন।
প্রাণপণে তাহাদিগে, পালে তত দিন॥
পাছে শিশুদের ঘটে, অলস স্বভাব।
বড় হলে তাই তারা, না রাখে সে ভাব

পশু পক্ষিদের শিশু, বড় হলে পর।
অন্যের উপরে আর, করে না নির্ভর॥
এ সব দেখিয়া নেত্রে, নর নারী যত।
জ্ঞানশিক্ষা কত মত, করে অবিরত॥
ঊর্ণনাভ শিক্ষা দেয়, বুনিতে বসন।
তেমন বুনিতে পারে, তাঁতী কে এমন ?॥
কোকিল মধুর স্বর, করি প্রকটন।
শিক্ষা দেয় কহিবারে, মধুর বচন॥
অনুপম প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা আর।
কুকুরের কাছে লোক, শিখে বার বার॥
কেশরী প্রকাশ করি, মহত্ত্ব আপন।
শিখায় মহত্ত্বগুণ, করিতে ধারণ॥
বসন ভূষায় যারা, হয়ে বিভূষিত।
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে, হয় গর্ব্বান্বিত॥
তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব, করিবার তরে।
প্রজাপতি আর শিখী, কত শোভা ধরে॥
এরূপ অশেষ জ্ঞান, স্বভাবে প্রচার।
এ সব কৌশল নাথ! কেবল তোমার॥
স্বভাবে যে কিছু তুমি, করেছ নির্ম্মাণ।
জ্ঞানময় সমুদয়, হয় সপ্রমাণ॥

অনুভাবে ভাবকেরা, কত ভাব ভাবে।
কত জ্ঞান পায় তারা, স্বভাবপ্রভাবে॥
ভাবনীয় নয় যাহা, কতই এমন।
জ্ঞাননেত্রে সদা তারা, করে দরশন॥
কৃপা করি জ্ঞানচক্ষু, দেহ কৃপাময়।
তোমার কৌশল তবে, অনুভূত হয়॥
সুখময়ী জ্ঞানময়ী, তব চারু সৃষ্টি।
সূক্ষ্মরূপে করিতে, পারিব তবে দৃষ্টি॥

৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুণাবলী বর্ণন এবং
স্মরণসূচক কবিতা।

বুক ফাটে হলে যাঁর, মরণ স্মরণ।
কেমনে তাঁহার গুণ, করিব বর্ণন॥
লেখনী করিলে করে, নানা জ্বালা ঘটে।
স্বাভাবিক বুদ্ধি আর, নাহি থাকে ঘটে॥
অনিবার শত ধার, দুনয়নে বয়।
বর্ণচয় দৃষ্ট নয়, সব শূন্যময়॥

ভাবোদয় হলে পুনঃ, ভাবাভাব হয়।
কি লিখিতে কি লিখিব, এই বড় ভয়॥
হায় হায় যদি তাঁর, না থাকিত গুণ।
তবে কি জ্বলিত এত, শোকের আগুণ ?॥
তবে কি ভাবনাজ্বরে, জ্বরিতাম সবে ?।
এত দিন অনায়াসে, ভুলিতাম কবে॥
যে দুঃখ ঘটেছে তাহা, যাবে না তোমোলে।
বুক চিরে দেখাতাম, দেখাবার হোলে॥
দশনের গুণ আহা, থাকিতে দশন।
এত দিন জানি নাই, করি অযতন॥
সুধাসিন্ধু-তটে বসি, সুধার সুতার।
হেলা করি লই নাই, আমি দূরাচার॥
আমরি কাঞ্চনপল্লি ! ধন্য তব নাম।
হৃদয়ে ধরিয়াছিলে, গুপ্ত গুণধাম॥
তাঁর তরে বহু নরে, তোমায় গো জানে।
এখনও রত্নগর্ব্ভা, বলি সবে মানে॥
কবীশ্বর, কবীশ্বর, প্রভাকরকর।
সমাশ্রয়, মহাশয়, নানা গুণাকর॥
মিত্র ভাবে মিত্রের, করেছ হিত কত।
কেবল যাতনা বাড়ে, মনে পড়ে যত॥

তব ছাত্র বলি গুরো, দিতে পরিচয়।
লোকের সমাজে বড় লাজ পেতে হয়॥
তব ছাত্র বলি মাত্র, করি অহঙ্কার।
তব ছাত্রযোগ্য গুণ, কি আছে আমার॥
শিখায়েছ হাতে ধরি, কিছু শিখি নাই।
কেমনে লিখিব আমি, ভাবিতেছি তাই॥
তোমার পরম বন্ধু, কোন সুবিদ্বান্।
আজ্ঞা দেন করিবারে, তব গুণ গান॥
ভাল মন্দ বিবেচনা, না করি এখন।
গুণ গাব, লেখা হোক্, যেমন তেমন॥
বোধ হয় বঙ্গদেশ, হইয়াছে বন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?॥

রাজা, প্রজা, রোগী, ভোগী সজ্ঞান, অজ্ঞান।
স্বজাতি, অপর জাতি, দীন ধনবান্॥
আত্মীয় হউক্ কিম্বা, হোক্ অন্য পর।
সকলে করিতে তুমি, সম সমাদর।

মিথ্যা করি গাও নাই, কভু কারো যশ।
তোষামোদে হও নাই, কভু কারো বশ॥
সুখ্যাতি-সৌরভ তব, গেছে দিক্ দশ।
প্রকাশ করেছ তুমি, কবিতার রস॥
তব নাম, হোতে পারে, সুজনরঞ্জন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?॥

সবে যাঁরে ভালবাসে, সে জন কেমন।
অনায়াসে বুঝে লন, যত গুণিজন॥
তব প্রতি ভালবাসা, ছিল না বা কার?।
তোমায় বলিত সবে, আমার আমার॥
এখন সে ভালবাসা, গিয়াছে বা কই?।
তা হলে কি বিরহের, জ্বালা সবে সই?॥
তব দত্ত উপকার, যদি ভুলে রই।
তবে আমি নরাধম, অকৃতজ্ঞ হই॥
কে আর করিবে ছাত্রে, আদর তেমন?।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥

তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

সকলেই বলে গুরো, তোমার হৃদয়।
হয়েছিল দৈবশক্তি দেবীর আলয়॥
নানারূপ ভাবফুলে, দেবীর চরণ।
পূজিতে মনের সুখে, মুদিয়া নয়ন॥
বর্ণসূত্রে ভাব সব, গাঁথিতে যখন।
অমনি বহিত বেগে, লেখনীপবন॥
লেখনীসমীরে যত, ভাবের সুবাস।
চারিদিকে একেবারে, হইত প্রকাশ॥
গন্ধ পেয়ে আনন্দিত, হোতো সর্ব্বজন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

ভ্রমণে আমোদ অতি, জন্মিত তোমার।
গ্রামে গ্রামে দেখিতে, লোকের ব্যবহার॥
ভাবের ভাবক হয়ে, স্বভাবের ভাব।
লিখিয়া জানাতে তুমি, ভবেশ-প্রভাব॥

যেখানে তোমার তরী, দিত দরশন।
দেখিতে আসিত তথা, কত শত জন॥
কেহ বা বলিত ইনি, প্রভাকরকর।
কেহ বা বলিত ইনি, সুকবি ঈশ্বর॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত ভাবে, ছিলে বা কখন ?।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

রত্ন পেলে যত্ন করে, সকলে যেমন।
তোমায় পাইলে যত্ন, করিত তেমন॥
যার গৃহে পদধূলি, পড়িত তোমার।
আনন্দের সীমা নাহি, থাকিত তাহার॥
যত কিছু লিখিতেছি, নহে অসম্ভব।
সঙ্গে থেকে দেখিয়াছি, তোমার গৌরব॥
সমভাবে সকলেই, যাঁরে প্রেম করে।
এমন বিরল অতি, বঙ্গের ভিতরে॥
ধন্য বলি গণ্য দেশ, তোমার কারণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?।

তুমিই দেশের ছিলে অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?।

তব দাসযোগ্য আমি, যদিও না হই।
কৃপার অযোগ্য তবু, হইয়াছি কই॥
যত বার যথা সঙ্গে, লয়েছ আমায়।
আদর পেয়েছি আমি, সকল সভায়॥
প্রভুসহ গিয়া দাস, এত মান পায়।
অপার প্রভুর মান, সন্দেহ কি তায়?॥
আশ্রিত জনের ছিলে, সতত আশ্রয়।
উদার স্বভাব তব, সকল সময়॥
সাধে কি সকল লোক, করিছে রোদন?।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?॥

একাননে তব গুণ, কত আর কব।
কবিরাজকুলে জন্ম, হয়েছিল তব॥
কবিরাজ হয়ে তুমি, হলে কবিরাজ।
করিয়াছ মহা কবিরাজের যে কাজ॥

কবিরাজ নাশে মাত্র, শারীরিক রোগ।
নিদানের মতে করে, ঔষধ প্রয়োগ॥
কবিতাভেষজ তুমি, করি আয়োজন।
করিয়াছ মানসিক, রোগ নিবারণ॥
তব সম কবিরাজ, না করি ঈক্ষণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?॥

দু চরণ পদ্য লিখে, আমরা সবাই।
মনে মনে অহঙ্কার, করিয়া বেড়াই॥
অনুপম কবি তুমি, বঙ্গদেশে ছিলে।
কেমনে রচিব পদ্য, শিখাইয়া দিলে॥
কল্পতরু কবি তুমি, বিদিত সংসারে।
ভাবাভাব নাহি ছিল, মানস-আগারে॥
এমন অতুল কবি, হয়ে মহাশয়।
অহঙ্কারশূন্য ছিলে, তুমি গুণময়॥
তব রসনায় হোতো, সুধা বরিষণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥

তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন? ॥

চালানো সংবাদপত্র, সহজ তো নয়।
যশ কিম্বা অপযশ, পদে পদে হয় ॥
ত্রিশ বর্ষ চালায়েছ, পত্র প্রভাকর।
এক দিন নিন্দা করে, নাই কোন নর ॥
রচনায় প্রকাশ, করেছ এত রস।
ভুলেছে পাঠক সব, গাইয়াছে যশ ॥
দূরে থেকে পত্র পাঠে, সবে পায় জ্ঞান।
মূঢ়তা কেটেছ দিয়া, সুশিক্ষা-কৃপাণ ॥
সকলে জেনেছে গুরো, তুমি হে যেমন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন? ॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন? ॥

কখনই কর নাই, কারো অপমান।
কখনই পরদ্বেষে, দেও নাই কাণ ॥
নিবায়েছ যথা তথা, বিবাদ-আগুণ।
সদাই পরের দুঃখে, হইয়াছ খুন ॥

পরে কটু বলা তব, নাহি ছিল রোগ।
কখনই কর নাই, রাজদণ্ড ভোগ॥
যদি কারো প্রতিকূলে, লেখনী ধোরেছ।
তাতে অপরের শুধু, কল্যাণ কোরেছ॥
কুজনের কদাচার, কোরেছ বারণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?।
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে ভুলিবার ধন ?॥

বিনয়, প্রণয়, স্নেহ, দয়া, শিষ্টাচার।
যথায় তথায় তুমি, করেছ প্রচার॥
শুনিলে বন্ধুর পীড়া, নিরানন্দ মন।
অমনি দেখিতে তাঁরে, করেছ গমন॥
বোধাবোধ নাহি ছিল, মান অপমান।
আপনাকে করিতে, সামান্য নর জ্ঞান॥
প্রেমপাশে বেঁধেছিলে, মিত্র সমুদয়।
তা না হলে কেন তারা, শোকে ডুবে রয়?॥
যন্ত্রালয় শূন্যময়, শূন্য তবাসন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

আত্মতত্ত্ব শিখাতে, প্রবোধপ্রভাকর।
লিখে দেখায়েছ গুণ, গুণির গোচর॥
মাসিক বার্ষিক পত্র, করিলে স্মরণ।
নীরদের রূপ ধরে, কার না নয়ন ?॥
অমৃত থাকিতে আহা! অমৃত-আধার।
হরিয়া লয়েছে যেন, হরি দুরাচার॥
অমৃত লাভের আশা, গেছে একেবারে।
আর সে অমৃত নাকি, কেউ দিতে পারে ?॥
অমৃত আধার মৃত, এ আর কেমন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?।
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ¿ তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

সুমধুর হিতাবলী, বোধেন্দুবিকাশ।
অপার নৈপুণ্য তব, করেছে প্রকাশ॥
পুত্রহতে পিতৃগুণ, জানে সর্ব্বজন।
প্রভাকর করে তব, প্রভা উদ্দীপন॥
প্রভাকর পুত্র তব, গুণের সাগর।
শুভক্ষণে জন্মেছিল, অবনীভিতর॥

ধন্য তব পরিশ্রম, ধন্য তব মন।
ধন্য ধন্য প্রভাকর, তিমিরনাশন॥
প্রভাকরে করিয়াছ, লালন পালন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?॥

গুণির যে গুণ আছে, জানে তাহা গুণী।
সর্ব্বকালে সর্ব্ব ঠাঁই, এই কথা শুনি॥
নিজে নাকি গুণী ছিলে, গুণিগুণ তাই!
বর্ণনা করিতে কভু, ত্রুটি কর নাই॥
বঙ্গদেশে যত কবি, ছিল বর্ত্তমান।
করিয়াছ সকলের গুণের বাখান॥
প্রভাকর কর তারা, করিয়া গ্রহণ।
অমর হয়েছে নাম, না হবে গোপন॥
কে আর বাঁচাবে বল, মরা কবিগণ?।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমুল্য রতন।
কে ভুলিবে? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন?॥

আহা ! কি শুনেছি হাফ্ আকড়ার গীত।
কি মধুর স্বর তায়, ভাষা সুললিত ॥
সখীসংবাদের আর নানাবিধ গান।
কার না করিত কাণে, সুধারস দান ? ॥
তোমার সহিত গেছে, সে আমোদ সব।
গায়কেরা একেবারে, হইয়াছে শব ॥
তেমন কি হবে আর, কথার গাঁথনী।
শুনে লোকে করিবেক, বেশ্ বেশ্ ধ্বনি ॥
স্বপ্ন সম সব যেন, হয়েছে এখন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?।
তুমিই দেশের ছিলে অমূল্য রতন ॥
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে ভুলিবার ধন ?।

আন্তরিক রাজভক্তি, দেখায়েছ তুমি ॥
তব জন্য নিরাপদ, ছিল বঙ্গভূমি ॥
যখন বিদ্রোহানল, হোলো প্রজ্বলিত।
নির্দ্দোষি মানব সব, সদা সশঙ্কিত ॥
তব দাদা সম্পাদক, শাদা নর যারা।
স্বজাতে বাঙ্গালী, বাদ সেধেছিল তারা ॥

তুমি মাত্র, যোগ্য পাত্র, লিখে অবিরত।
জানাইলে দোষহীন, বঙ্গবাসী যত॥
রাজকোপ হতে সবে, করেছ তারণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

রাজকর্ম্মচারী যদি, করে অবিচার।
নীলকর সাহেবে, করিলে অত্যাচার॥
দেশে দেশে হলে পরে, প্রজার পীড়ন।
বলে কেড়ে নিলে পরে, নির্দ্দোষির ধন॥
শ্রীমতীর সন্নিধানে, কে কাঁদিবে আর ?।
লিখিতে দেশের দশা, সাধ্য আর কার ?॥
লুকায়েছ, তবু ভাবী বঙ্গবাসিগণ।
তব গুণ-ফুল-বাস, পাবে অনুক্ষণ॥
বিক্টরিয়া অব্দ তুমি, করেছ স্থাপন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে ভুলিবার ধন ?॥

চিরস্মরণীয় তুমি, হয়েছ নিশ্চয়।
যে কীর্ত্তি রেখেছ, তাহা ভুলিবার নয়॥
গগনের প্রভাকর, করিলে দর্শন।
তব প্রভাকর মনে, হইবে স্মরণ॥
গগনের প্রভাকর, যত কাল রবে।
কে না বল তোমার গুণের কথা কবে ?॥
যখন জন্মের মত, হইলে বিদায়।
দৈববশে দেখিতে, না পেলেম তোমায়॥
মর্ম্মান্তিক দুঃখ তায়, যাবৎ জীবন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

সরস্বতীসুত রূপে, তুমি অবতার।
না পোড়ে পণ্ডিত ছিলে, ইকি চমৎকার।
বৈদ্যবংশে জন্মে, রামপ্রসাদ সুজন।
যাঁর গুণ গায় লোক, যখন তখন॥
বৈদ্যকুলে রত্ন ফলে, অনেকেই কয়।
ফলতঃ এ কথা বড় অমূলক নয়॥
রচনা করিতে গুরো, কে শিখাবে আর ?।
তেমন উৎসাহ দিতে, ক্ষমতা বা কার ?॥

গুরু বলি কার আর, পূজিব চরণ ?।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে ভুলিবার ধন॥

বাৎসরিক সভা করি, বসিতে যখন।
বড় বড় মানুষের, হোতো আগমন॥
হাসাতে কাঁদাতে কত, রচনার গুণে।
আশীর্ব্বাদ করিতেন, দ্বিজ সব শুনে॥
যে যেমন নর তাঁর, রাখিতে সম্মান।
নিরানন্দে কেহ ত না, করিত প্রস্থান॥
বয়ঃ হয়েছিল ছয় চল্লিশ বৎসর।
এখনি এমন হবে, সর্ব্ব অগোচর॥
বেলাবেলি সন্ধ্যা হোলো, ইকি অলক্ষণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে ভুলিবার ধন ?॥

হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে, বসিয়া আসনে।
অপরূপ ভাবাবলী, আনিতে স্ব মনে॥

তুমি আমাদের ছিলে, জ্ঞানগুরু কবি।
ক্ষণমাত্রে বর্ণনা, করিতে, কত ছবি ॥
সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, বলে সর্ব্বনরে।
গুপ্তধন ব্যক্ত হলে, চোরে চুরি করে ॥
গুপ্ত হয়ে, হলে তুমি, দেশখ্যাত ধন।
থাকিতে পারিলে কই, হইয়া গোপন ?॥
চোর হরি করে তাই, তোমায় হরণ।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

বারোশত চৌষট্টি শালের, মন্দ ধারা।
বহু লোকে করেছিল, ধনে প্রাণে সারা ॥
গত বর্ষে সভা করি, সর্ব্ব সন্নিধান।
রাগে তাই, করেছিলে, তার অপমান ॥
ছেড়া চুল নখ উপহার সহ তায়।
কুলার বাতাস দিয়া, করেছ বিদায় ॥
পঁষট্টিও করিয়াছে, অনিষ্ট অপার।
অপমান ভয়ে করে, তোমায় সংহার ॥
পঁষট্টির কিঙ্কর দশই মাঘ, শনি।
পেলেছে প্রভুর আজ্ঞা, পাইয়া রজনী ॥

জানে না পঁষট্টি তার, কি হয় এবার।
যথা তথা সকলে, বলিছে মার মার॥
সবে মেলি দিক্ তার, গালে কালী চুণ।
এক গুণ অপমানে, হোক্ কোটী গুণ॥
নরসৃষ্টি যত কাল, থাকিবে ধরায়।
গালাগালি খাবে সে তো, কথায় কথায়॥
কিছুতেই ভাবি নাই, এত অপকার।
আশা ছিল শুভ সব, হইবে আবার॥
শুভ আশা দূরে গেল, কি হইল হায়।
লাগিল নিরাশাবহ্নি, আশার বাসায়॥
মনোগত দুঃখ যত, কব আর কায়।
হতবুদ্ধি হইয়াছি, হারায়ে তোমায়॥
তব সম মিত্রমিত্র, ধরায় কে আছে ?।
অসময় হলে আর, যাব কার কাছে ?॥
গুণালয়, মহাশয়, যত বুধগণ।
এ সভায় করেছেন, শুভ আগমন॥
তোমায় না দেখে কারো সুখ নাহি মনে।
বসিয়া আছেন সবে, বিরস বদনে॥
এ সভার মূলাধার, তুমি গুণময়।
তোমা বিনা এ সভার, শোভা কই হয়॥

একবার এসো এসো, সভার ভূষণ।
পদ্য পাঠ কর সবে, করুন শ্রবণ॥
এ বর্ষে হোলো না গুরো, হর্ষের সঞ্চার।
তব অদর্শনে শুধু, হাহাকার সার॥
যোগ্য ধামে হইয়াছে, তোমার গমন।
গুণের মানুষ কই, তোমার মতন ?॥
তুমিই দেশের ছিলে, অমূল্য রতন।
কে ভুলিবে ? তুমি কি হে, ভুলিবার ধন ?॥

১৮ ৬০।৬১ অব্দে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে
দুর্ভিক্ষঘটিত দুরবস্থা বর্ণন।

আমরি ভারতবর্ষে, হর্ষ নাই আর।
কেবল বিমর্ষ ভাব, ঘটেছে সবার॥
হর্ষনাশা বর্ষ আসিতেছে বর্ষে বর্ষে।
এ বর্ষের বাসী তবে, কিশে রবে হর্ষে ?॥
কাহারো মানসে আর, সুখ নাহি স্পর্শে।
অনিবার সবার নয়নে ধারা বর্ষে॥
কি হইল কালে কালে, আরো কত হবে।
সোণার ভারতবর্ষ, আর কেবা কবে ?॥

প্রবল বিদ্রোহানল, হয়ে প্রজ্বলিত।
সকলি করেছে দগ্ধ, কার অবিদিত ?॥
অনিষ্ট করেছে যত, বলিবার নয়।
বলিতে সে সব কথা, বিদরে হৃদয় ॥
আহা ! অনেকের প্রাণ, করেছে বিনাশ।
অনেকের ধন মান, করিয়াছে গ্রাস ॥
কাঁদায়েছে বহুজনে, যথায় তাথায়।
একেবারে মজায়েছে, অনেক রাজায় ॥
নানাবিধ অমঙ্গল, ঘটিয়াছে তাই।
করে করে জ্বালাতন, হতেছে সবাই।
নিবেছে সে বহ্নি বটে, ঘুচেছে সে ভয় ॥
ছারখার হইয়াছে, কিন্তু সমুদয় ॥
একে সবে জ্বালাতন; হতেছে সদাই।
একে কোনমতে কারো, মনে শান্তি নাই ॥
ভয়ঙ্কর মন্বন্তর, তাহাতে আবার।
এখন দিতেছে আহা, যাতনা অপার ॥
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, হয়েছে প্রবল।
হা অন্ন ! হা অন্ন ! সবে, করিছে কেবল ॥
অনাহারে মরিতেছে, শত শত জন।
হাহাকার করিতেছে, যখন তখন ॥

পেটের জ্বালায় খায়, তৃণ পত্র জল।
তাতে কি নির্ব্বাণ হয়, জঠরঅনল ? ॥
বিক্রয় করিছে কেহ, স্ব সুত সুতায়।
হয়েছে পাষাণ সম, পেটের জ্বালায় ॥
কেহ কেহ খাইতেছে, মৃত গরু হয়।
জাতিভয় একেবারে, পাইয়াছে লয় ॥
কেহ বা দিতেছে হায়, মাটিতে কামড়।
মুখে না নিঃসরে বাণী, করে ধড় ফড় ॥
কেহ কেহ ধূলাতেই, গড়াগড়ি যায়।
চিঁ চিঁ করিতেছে পোড়ে, ইকি ঘোর দায় ॥
কামড় দিতেছে কেহ, আপনার গায়।
আপনার শোণিত, আপনি শুষে খায় ॥
সবার সমান দশা, হায় হায় হায়।
মরি মরি কার্ পানে, কেবা ফিরে চায় ॥
জোর করি কেড়ে খায়, যেখানে যা পায়।
প্রাণ বাঁচাবার আর, না পায় উপায় ॥
ঘরে ঘরে পথে পথে, পোড়ে আছে শব।
কার না পরাণ কাঁদে, হেরিলে সে সব ? ॥
বুকে হাত দিয়া কেহ, ত্যজেছে জীবন।
মৃতপ্রায় পড়ে কেহ, মুদিয়া নয়ন ॥

হইয়াছে কারো তনু, দড়ির মতন।
মরো মরো হইয়াছে, এখন তখন ॥
কাহার পাঁজর সার, গণা যায় হাড়।
ক্রমে কর পদ কারো, হয়েছে অসাড় ॥
স্ত্রীপুরুষে মৃতপ্রায়, হয়ে কোন স্থানে।
উভয়েই চেয়ে আছে, উভয়ের পানে ॥
কথা কহিবার আর, কার সাধ্য নাই।
যায় যায় হইয়াছে, করে আইঢাই ॥
ইঙ্গিতে কি বাক্যে কিছু, জানাতে না পারে।
মনোভাব লয় পায়, মনের আগারে ॥
কোথায় অবোধ শিশু, জ্বলিয়া ক্ষুধায়।
কি খাব কি খাব বলি, ডাকে মরা মায় ॥
ঘুমাইয়া আছে বলি, করাঘাত করে।
তাড়াতাড়ি উঠে গিয়া, বুকের উপরে ॥
অনশনে পোড়ে আছে, মাতা কোন ঠাঁই।
কাছে এসে স্তুত তার, করে খাই খাই ॥
তাতে মনে কত দুঃখ, হয় জননীর।
ভাসিয়া নয়ননীরে, আছাড়ে শরীর ॥
বর্ণনা না যায় আর, সে দুঃখের কথা।
শুনিলে শরীর কাঁপে, মনে পাই ব্যথা ॥

কোথা হে অনাথনাথ ! কৃপার আধার।
বিষম বিপদে কর, সকলে নিস্তার॥
তোমার করুণা বিনা, রক্ষা নাই আর।
দুর্ভিক্ষ হইতে কর, ভারতে উদ্ধার॥
অন্নাভাবে কেহ যেন, আর নাহি মরে।
শান্তি সংস্থাপিত হক্, ভারতভিতরে॥

মনের প্রতি উপদেশ।

কেন মন দিবানিশি, অকারণে ভ্রম ?।
কেন এত ভ্রম তব, কেন এত ভ্রম ?॥
পদে পদে অবিরত, হতেছ অভ্রম।
তবু তুমি একবার, হলে না অভ্রম ?॥
বুঝিতে না পারি ধর, কখন্ কি ভাব।
ক্ষণে ক্ষণে ঘটিতেছে, তব ভাবাভাব॥
কত কষ্ট বোধ কর, যেতে সাধুপাশে।
চিরদিন বাঁধা কি, থাকিবে মায়াপাশে ?॥
কি কারণে পর তুমি, কপটভাবাস ?।
পদ্ম ত্যজি কেন লও, কেতুকীর বাস ?॥
খুঁড়িয়ে হতেছ বড়, না মানো বারণ।
উন্মত্ত হতেছ কেন, যেমন বারণ ?॥

অসার অর্থকে কেন, ভাব পরমার্থ ?।
ভ্রান্ত হয়ে ভুলিতেছ, কেন পরমার্থ ?॥
জেনে কি জান না তুমি, অনর্থক অর্থ ?।
অর্থঅর্থে বার বার, ঘটাও অনর্থ ॥
পরমার্থপথে অর্থে, কিবা ফল ফলে।
ত্যজিয়া অমৃতফল, যত্ন বিষফলে ॥
এই বেলা পরিহর, অপর ভাবনা।
কিশে ভবে পার হবে, ক্ষণেক ভাবনা ॥
ভবার্ণব পার হেতু, তত্ত্ব কর তরি।
নতুবা কেমনে যাবে, ভবার্ণবে তরি ?॥

স্বদেশ।

ধরাতলে যত দেশ, বিলোকিত হয়।
স্বদেশের তুল্য দেশ, কোন দেশ নয় ॥
স্বদেশের প্রতি জন্মে, অনুরক্তি যত।
অপর দেশের প্রতি, নাহি হয় তত ॥
স্বীয়দেশ প্রিয়দেশ, সকলেই কয়।
হেরিলে স্বদেশমুখ, কত সুখোদয় ॥
সাগর হইয়া পার, যে দেশে যে যায়।
সদা স্বদেশের প্রতি, মন তার ধায় ॥

মনে মনে রত থাকে, স্বদেশের ভাবে।
সকলের চেয়ে রম্য, স্বদেশকে ভাবে॥
দারা সুত পরিজন, আত্মীয় বান্ধব।
স্নেহবশে অবিরত, মনে জাগে সব॥
দেখিতে স্বদেশ মুখ, সদা অভিলাষ।
লোকালয়ে থাকিলেও, ভাবে বনবাস॥
স্বদেশের সমুদয়, করিলে স্মরণ।
নেত্রনীর পারে না, করিতে নিবারণ॥
প্রবাসী যে, ভাল জানে, স্বদেশ কি দেশ।
স্বদেশানুরাগ তার, বাড়ে সবিশেষ॥
বিদেশে দেশীয় ভাষা, করিলে শ্রবণ।
কার না শ্রবণে হয়, সুধা বরিষণ ?॥
স্বদেশের প্রতি যেবা, করে অনাদর।
কেবা তারে নর বলে, সে তো নয় নর॥
মনে বিবেচনা কর, হে মানববর্গ।
স্বদেশ যেমন হয়, ধরণীতে স্বর্গ॥

সম্পূর্ণ।